সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে চলছে কমিউনিটি ব্যাংক

ড. বেনজীর আহমেদ, বিপিএম (বার) - সেপ্টেম্বর ১১, ২০২১

ড. বেনজীর আহমেদ, বিপিএম (বার)

কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। সংক্ষেপে সিবিবিএল। কিন্তু 'কমিউনিটি ব্যাংক' হিসেবেই মানুষের কাছে বেশি পরিচিত। বাংলাদেশ পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্টের অধীভুক্ত এক প্রতিষ্ঠান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সানুগ্রহে ২০১৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর দেশের

চতুর্থ প্রজন্মের বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে পথচলা শুরু করে। সে হিসেবে ১১ সেপ্টেম্বর ব্যাংকটির দুই বছর পূর্তি হয়েছে। শতভাগ পুলিশ সদস্যদের মালিকানাধীন এই ব্যাংকের দুই বছরের সার্বিক কার্যক্রমের সালতামামি করলে অর্জনের পাল্লাই অনেক ভারী। এই অল্প সময়ের মধ্যে কমিউনিটি ব্যাংক এমন কিছু অর্জন করেছে, যা অনেকের কাছে ঈর্ষণীয়।

কমিউনিটি ব্যাংকের যত সাফল্য

বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যগণের শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে ৫০০ কোটি টাকা মূলধন সংগ্রহের মাধ্যমে কমিউনিটি ব্যাংক যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে ব্যাংকটি দেশব্যাপী ১৮টি শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে চলছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মেনে এই ব্যাংকটির দেশব্যাপী শাখা বিস্তারের কাজ চলমান রয়েছে। মাত্র ১৮টি শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হলেও এ বছর করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে ব্যাংকটি ২০ কোটি টাকা গ্রস লাভ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী যেহেতু ব্যাংক চালুর প্রথম তিন বছরের মধ্যে শেয়ারহোল্ডারদের মাঝে লভ্যাংশ বিতরণ করা হয় না, তাই লাভের টাকা পুনরায় বিনিয়োগ করা হয়েছে।

কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী কমিউনিটি ব্যাংক দেশব্যাপী ইতোমধ্যে ১৮০টি এটিএম বুথ স্থাপন করেছে। অত্যন্ত দক্ষতা, সক্ষমতা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে নতুন চালুকৃত ব্যাংকে কোর ব্যাংকিং চালু করার ৪৮ দিনের মধ্যেই কমিউনিটি ব্যাংক "Finacle Infosys Innovation Award" পেয়েছে। এত অল্প সময়ে কোর ব্যাংকিং এমন সুচারুভাবে সম্পন্ন করার নজির বাংলাদেশের ব্যাংকিং ইতিহাসে নেই।

এ ছাড়া গ্রাহকগণ আইটিসিএল ও এনপিএসবি সুবিধার আওতায় দেশের অন্যান্য ব্যাংকের এটিএম বুথ থেকে টাকা তুলতে পারছেন। ব্যাংকটির ডিজিটাল ট্রানজেকশন সুবিধা ব্যবহার করে মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ, নগদসহ ইএফটির মতো সেবাগুলো গ্রহণ করতে পারছেন।

যেখানে সকল পুলিশ সদস্যের সমান শেয়ার

কমিউনিটি ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে র‍্যাঙ্ক-নির্বিশেষে সকল পর্যায়ের পুলিশ সদস্যদের জন্য সমান শেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে আইজিপি থেকে

কনস্টেবল এবং পুলিশে কর্মরত সকল নন-পুলিশ ও সিভিল সদস্যগণ একটি করে শেয়ারের মালিক। এখানে ব্যাংকের বোর্ড অব ডিরেক্টরের দায়িত্ব পালনকারী আইজিপি মহোদয়ের একটি শেয়ার, তেমনিভাবে নিম্নপদস্থ পুলিশ সদস্য যেমন কনস্টেবলেরও একটি শেয়ার রয়েছে। সমবায়ের এমন নজির খুবই বিরল।

যেভাবে কমিউনিটি ব্যাংকের মূলধন গঠন

পুলিশ সদস্যদের ক্রয়কৃত শেয়ার থেকে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে এই ব্যাংকের মূলধন গঠন করা হয়েছে। তবে, কেউ এই ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার হবেন কি না, সেই সিদ্ধান্ত পুলিশ সদস্যগণ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। শুরুতে র‍্যাঙ্ক ও পদ ৩২ হাজার টাকা করে শেয়ার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। পুলিশের নিম্নপদস্থ সদস্যদের কথা বিবেচনা করে প্রতিমাসে ২ হাজার টাকা করে মোট ৩২ হাজার টাকা নিয়ে এই ব্যাংকের মূলধন গঠন করা হয়েছে। এই ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে পুলিশ সদস্যগণ সম্পূর্ণ স্বাধীন, অর্থাৎ তাঁরা চাইলে ব্যাংক নির্ধারিত শেয়ার মূল্য পরিশোধ করে ব্যাংকের মালিক হতে পারেন অথবা না চাইলে কমিউনিটি ব্যাংকের মালিক হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারেন।

কমিউনিটি ব্যাংকের বর্তমান মূলধন স্থিতি

৫০০ কোটি টাকা মূলধন নিয়ে চতুর্থ প্রজন্মের ব্যাংক হিসেবে পথচলা শুরু করা কমিউনিটি ব্যাংকের দুই বছরেই গ্রাহক আমানত ৬ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে, নতুন একটি ব্যাংক হিসেবে যা অনন্য অর্জন।

কমিউনিটি ব্যাংকের ঋণ বণ্টন

ব্যাংকের গত দুই বছরের ঋণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গত ৩১ আগস্ট ২০২১ তারিখ পর্যন্ত কমিউনিটি ব্যাংক থেকে ৫৮ হাজার ৬৩২ জন পুলিশ সদস্য স্বল্প সুদে সহজ শর্তে ২ হাজার ৫৫০ কোটি ৭৬ লাখ ৯৬ হাজার টাকা ঋণ সুবিধা পেয়েছেন। ঋণগ্রহীতাদের র‍্যাঙ্ক বিশ্লেষণে দেখা যায়, এসআই থেকে অ্যাডিশনাল ডিআইজি পর্যন্ত পদমর্যাদার ৪ হাজার ৮১৪ জন পুলিশ সদস্য এই ব্যাংক থেকে মোট ৩৫৩ কোটি ৬৮ লাখ ৩৭ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। পক্ষান্তরে, ৫৩ হাজার ৮১৮ জন কনস্টেবল থেকে এএসআই ও পুলিশের সিভিল এবং নন-পুলিশ সদস্য এই ব্যাংক থেকে মোট ২ হাজার ১৯৭ কোটি ৮ লাখ ৫৯ হাজার টাকা ঋণ সুবিধা নিয়েছেন।

নিম্নপদস্থ পুলিশ সদস্যদের আর্থিক ভরসাস্থল কমিউনিটি ব্যাংক
কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ পুলিশের নিম্নপদস্থ বিশেষ করে কনস্টেবল, নায়েক ও এএসআইদের জন্য এক আর্থিক আশ্রয়ে পরিণত হয়েছে। ব্যাংকের ঋণ বিতরণের তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায়, ব্যাংকের ঋণ সুবিধা গ্রহণকারীদের মধ্যে শতকরা ৯১ দশমিক ৭৯ ভাগই নিম্নপদস্থ পুলিশ সদস্য। এ ছাড়া র‍্যাঙ্ক বিবেচনায় কনস্টেবল পদের সর্বোচ্চ ৪৩ হাজার ২৪৭ জন পুলিশ সদস্য, এএসআই র‍্যাঙ্কের ৫ হাজার ৯৩০ জন পুলিশ সদস্য এবং নায়েক র‍্যাঙ্কের ২ হাজার ৫৪৪ জন পুলিশ সদস্য কমিউনিটি ব্যাংকের ঋণ সুবিধা নিয়েছেন। এ হিসাবে, এই তিন পদের পুলিশ সদস্যগণ মোট ঋণ সুবিধার ৮৮ দশমিক ২১ ভাগ সুবিধাভোগী।

কমিউনিটি ব্যাংকের ঋণ নিয়ে যেভাবে নিম্নপদস্থ পুলিশ সদস্যগণ লাভবান হচ্ছেন সরকারি

চাকরির গ্রেড বিবেচনায় অনেক ব্যাংক কনস্টেবল থেকে এএসআই পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যদের ঋণ প্রদান করত না। এ জন্য তারা নিজেদের জিপিএফ-এর বিপরীতে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করত। এই ঋণে ক্ষেত্রবিশেষে পুলিশ সদস্যকে ১৩ থেকে ১৮ শতাংশ পর্যন্ত সুদ দিতে হতো। এ ছাড়া জিপিএফ থেকে ঋণ গ্রহণের পর তা নির্ধারিত মেয়াদের পূর্বে পরিশোধ করাও যেত না। কিন্তু কমিউনিটি ব্যাংক খুবই সহজ শর্তে বিনা জামানতে বেতনের বিপরীতে মাত্র ৯ শতাংশ বা তার চেয়ে কম সুদে ঋণ সুবিধা প্রদান করছে। কেউ চাইলে তার জন্য প্রিসেটেলমেন্টের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এ কারণে কমিউনিটি ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে পুলিশ সদস্যগণ অধিক লাভবান হচ্ছেন। বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্ট করা যাক।

ধরা যাক, একজন পুলিশের কনস্টেবল পারিবারিক আর্থিক সমস্যার কারণে ১ লাখ টাকা ৩ বছরের জন্য ১৬ শতাংশ সরল সুদে ঋণ নিলেন। এ ক্ষেত্রে ওই পুলিশ সদস্যকে কমপক্ষে ৪৮ হাজার টাকা সুদ দিতে হবে। পক্ষান্তরে ওই কনস্টেবল যদি কমিউনিটি ব্যাংক থেকে এই পরিমাণ টাকা একই সময়ের জন্য ঋণ নিলে ৯ শতাংশ সুদে তাঁকে ২৭ হাজার টাকা পরিশোধ করতে হবে। এ ছাড়া পুলিশ সদস্যকে জিপিএফ-এ হাত দিতে হবে না এবং ওই পুলিশ সদস্য চাইলে নির্ধারিত সময়ের আগেও ঋণটি ক্লোজ করতে পারছেন। এ কারণে দীর্ঘদিন ধরে ঋণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত নিম্নপদস্থ পুলিশ সদস্যগণ কমিউনিটি ব্যাংকের দিকে বেশি ঝুঁকছেন।

সবার জন্য সমান ব্যাংকিং সুবিধা

কমিউনিটি ব্যাংক সকল পর্যায়ের পুলিশ সদস্যদের জন্য বেতন স্কেল অনুযায়ী সমান সুবিধা নিয়ে এসেছে। পুলিশ সদস্যগণ তাঁদের বেতন স্কেল অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী ঋণ সুবিধা পাচ্ছেন। ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ডসহ অন্যান্য সেবাসমূহ ন্যায্যতা ও সমতাভিত্তিক করা হয়েছে। পুলিশ সদস্যদের বাইরে বিভিন্ন আকারের ৫০০ ব্যবসা/উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ ও ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া কমিউনিটি ব্যাংকের ৫০০ কোটি টাকা সরকারি বন্ডে বিনিয়োগ আছে। এভাবেই কমিউনিটি ব্যাংক দেশের সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে কমিউনিটি ব্যাংক

আন্তর্জাতিক খ্যাতিপ্রাপ্ত ইনফোসিস কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যারের সফল বাস্তবায়ন কমিউনিটি ব্যাংকের কার্যক্রমকে দিয়েছে মসৃন গতিময়তা। ইবাইসের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে বেতনের টাকা গ্রাহক তাঁর ব্যাংক হিসাবে যেমন আনতে পারছেন, তেমনি বিকাশ বা নগদের মাধ্যমে তাঁর পরিবার পরিজনের কাছেও অর্থ প্রেরণ করতে পারছেন। আর গ্রাহক এ-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম স্বচ্ছন্দে তাঁর মোবাইল ফোনে কমিউনিটি ক্যাশের মাধ্যমে বিনা খরচে ও দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে পারছেন।

বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যদের কল্যাণ নিশ্চিতের উদ্দেশ্য সামনে রেখে কমিউনিটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলেও দিনে দিনে এটি গণমানুষের ব্যাংকে পরিণত হচ্ছে। চতুর্থ প্রজন্মের ব্যাংক হওয়া সত্ত্বেও ব্যাংকটি যেভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মেনে দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলছে; তাতে এটি নিঃসন্দেহে বলা যায়, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই কমিউনিটি ব্যাংক দেশের সামগ্রিক আর্থসামাজিক ও ব্যাংকিং সেবা উন্নয়নের অন্যতম বড় প্রভাবক হিসেবে আবির্ভূত হবে।

বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্ন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'ভিশন-২০৪১' বাস্তবায়নের অন্যতম সারথি হিসেবে আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনায় অঙ্গীকারবদ্ধ কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড।

লেখক : *ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ।*
ও চেয়ারম্যান, কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

আইসিটি-২ শাখা
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
প্রাপ্তির তারিখ ২৯/০৯/২২
ডায়েরী নং- ২৪৯
এআইজি আইসিটি-২
অতিঃ এসপি (আইসিটি-২)
এএসপি (আইসিটি-২)

মুজিববর্ষ অগ্রাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
www.police.gov.bd

স্মারকনং- ৪৪.০১.০০০০.৯৭৮.৯৯.০০২.২১-১৯৯ তারিখঃ- ১৩ /আশ্বিন/১৪২৮ ব.
২৮/সেপ্টেম্বর/২০২১ খ্রি.

বিষয়ঃ প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)- ২০২১-২০২২ এ বর্ণিত সংযোজনী ৫ (ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২) এর কর্মসম্পাদন সূচক [২.১.২] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত ইত্যাদি সংক্রান্তে একটি নির্দেশনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ মহোদয়ের তথ্য সম্বলিত লেখা বাংলাদেশ পুলিশের ওয়েবসাইট (www.police.gov.bd)/ তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ মহোদয়ের তথ্য সম্বলিত লেখা বাংলাদেশ পুলিশের ওয়েবসাইটে (www.police.gov.bd)/ তথ্য বাতায়নের 'উদ্ভাবনী কার্যক্রম' সেবা বক্সের উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা/পাইলটিং বাস্তবায়ন অংশে প্রকাশ করার জন্য এআইজি (আইসিটি-২), বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকাকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: পাতা।

২৮/০৯/২০২১
মোঃ মনিরুজ্জামান
বিপি-৭৮০৬১১৯৭৩৮
এআইজি (ইনোভেশন এন্ড বেস্ট প্র্যাকটিস)
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
ফোন ঃ ৮৮০-২-৯৫৬৮২৬১
Email-aiginnov_bp@police.gov.bd

বিতরণ: কার্যার্থে:

এআইজি (আইসিটি-২)
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা